শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈঃ নমঃ।

এ বৎসরের টেক্কা ভাদু সঙ্গীত—

—অ মা নু ষ—

অমানুষের যুগ এসেছে মানুষ কোথায় গেল
হাতী যাক মাহুত যাক বন্ধু
আপনার পিঠায় তেল
যে দিক তাকাই রে দেখি, অমানুষী কারবার
সবাই মানুষ করবে রে ভাই দয়া হলে ভাদুমার
২৫ পয়সা খরচা করে একখানি বই দেখুন পড়ে।

রচনায়—শ্রীনারাণচন্দ্র গরাই।
গ্রাম—গুন্নাথ, জেলা—বাঁকুড়া।
শ্রীমধুসূধন দে—চক্‌বাজার, বাঁকুড়া।

কালীময়ি প্রেস, বাঁকুড়া।

বাণী বন্দনা

নমঃ শ্বেতাম্বরী
বিদ্যা দাও মা চরণে প্রণাম করি
বনের পাখী বলাও ভাকী গো কণ্ঠেতে বিরাজ করি
যারে নাই মা দয়া হও নিদয়া গো রাখ মা বোবা করি
বিদ্যা দিয়ে কালিদাসে রে, দিলি মা চরণ তরি।
আয় মা আমার হৃদয় মাঝে, ভাদুর নবরঙ্গে গান করি।

ভাদু পুজা

ভাদু পূজায় মোদের
নিমন্ত্রণ দিতে এলাম সকলের
যেও মনেক বৌদি আমার গো, আসর করব গো অম্বরোধের
মাসী পিসি আপন জনা লো, যেতে হবে সকলের
কেউ শ্রোতা কেউ গায়ক মিতারে, মন আনন্দে গাইব ঢের
লুচি, মিষ্টি, ডাল, তরকারি লো সদাবর্ত্ত সকলের
কুঞ্জ সাজা হরেক মজা রে, রংয়ের বাতি নাই কটের
বম্বে থেকে আনব বাজনা শুনতে ভাই বড় সখের
এমন দিন আর হবে না ভাই রে, শেষের দিনটি ভাদরের।

ববি রাজুর কৃষ্ণ লীলা

দেখরে ভবের হাটে
ছোকরাদের মন বসেছে ববির হাটে
উঠতে ববি বসতে ববি রে, মন মাতায় ববি সাটে
ববি শাড়ী ববি চুড়ি লো, ববির সকল জিনিষ উঠে
ববি রাজুর প্রেম আলিঙ্গন গো, এই কলির শ্রেয় বটে
দেখলে ববি সব জুয়াড়ী লো, রঙ্গিন ড্রেস পরে ছুটে
প্রাণ জুড়াবে মন উড়াবে গো, বলবে যার হৃদয় পটে
প্রেম তরঙ্গের ব ব রাজু লো, ছুটে বেড়ায় রাজস্থতে
নারাণ বলে রাধাকৃষ্ণ ছেড়ে রে, উঠল ববির জপ হৃদয় পটে

ভাদুর বাসর

নব রঙ্গীন সাজে
ভাদু মাকে সাজালো, বাসর মাঝে
ভালো করে বান্ধবী মাথা লো, প্রজাপতি গুনজে
আড় চোখেতে সুরমা টানা গো, ঠোঁট পালিশে বেশ সাজে
শারদীয়া ভাদু মাকে রে, বসাব ফুলের মাঝে
কত রকম বাদ্য বাজনা লো, দোতলায় মাইক বাজে
মনের আশা রাখব না ভাইরে, নাচব গাইব গো আসর মাঝে
রাত বারোটায় ধরবো যে গান লো তোরা আসবি যা সেজেগুজে

—•—

দশরথের শোকাকুল

হল দৈববাণী
পি হাত লাড়া দিল গো কুজীরাণী
জ্যেষ্ঠপুত্র বনে দিলেন রে দশরথের প্রাণখানী
চোদ্দ বর্ষ বনে গেলেন লো, রাম লক্ষণ সীতারাণী
রাজপুত্র হয়ে রামের গো, ফেলে ক্ষীর নবনী
ফল জল আহার বাকল পরায় গো, বনে থাকে ন রাজরানী
সেই বনেতে সুর্পনখা, দেখিল সীতা রাণী
বলে চলতো মায় নিয়ে যাব করব সেথায় রাজরাণী
ক্রোধে তখন লক্ষণ ঠাকুর লো, করিল খান্দা রাণী
কেন্দে পালায় সুর্পনখা রে, দুঃখ জানায় রাবণে
কাল হল ভাই সুর্পসখা লো, কাল হল কুজীরাণী

—ভাদুর ফুলবসে আনন্দ

শতদল বনে
কতখেলা খেল না হর্ষ মনে
বছর পরে একটি রাতিলো, এতসুখ বল কোন খানে
কত ভ্রমর নাচে গায়ে গো, কত মৌমাছিদের গুঞ্জনে
ভ্রমর ভ্রমরী দুজনাতে, দিবে মা তোর বর এনে
কোমল দেহে কোমল আখি, ভালো লাগবে লো কোমলবরে
কালো জলে শ্বেত কমল রে, খেলবি মা ভ্রমর সনে

—ভাদুর বরের পত্র পেশ

এল শুভ খবর

খামের ভিতর দেখবি যদি ভাদুর বর
পত্র লেখা চিত্র দেখা লো, সংবাদ দিল নটবর
রূপ যেন পুর্ণিমার চাঁদ রে; সর্ব গুণে গুণধর
যা চাইলাম মা তোমার কাছে গো, মনোমত পেলাম বর
ঠাট্টা করে দেখব তারে লো, সাজা এবার কুঞ্জ ঘর
সকল সংবাদ দিলো লিখেরে, রাত বারোটায় আসবে বর
ট্রেণে বাসে আসবে না সে লো, আসবে রে হেলিকপ্টর

—০—

(গুন্নাথ চুড়ি মাকড়ী দোকান)

চুড়ি কিনতে হলে
ভাদু পুজায় নারানচন্দ্রকে দাও বলে
ববি চুড়ি কাচের চুড়ি রোলেস চুড়ি ষ্টাইনে
নাইলন ফিতা ঝুমকা কাঁটা লো, হার মালা আর কান ফুলে
শিবপদকটি হাতের আংটি লো, শেষ করা যায় না বলে
চেনালী দোকানী মোদের ঠিক দামে দেয় সকলে
আসল নকল নিবেন দেখেরে, দোকানী নারান বলে।

—০—

বাঁকা মদন মোহন

বিষ্ণুপুরে নানা খেলায় হব মগন
বাদ্‌গানী কুড়াল বনে ক্ষত্র ধন
মাছ ধরিবার ছলে ঠাকুর লো, বাঁকা নদী হয়েগমন
স্বর্ণ ইটা পেলেন প্রভুরে তুলসী মঞ্চে হল মনী
লীলাময়ের লীলা বুঝে গো, কার সাধ্য আছে এমন
খেলাতে জিতিলেন একদিন লো, চাঁদনীর যত ধন
দুইহাত পেতে দধি খেলেন ছোলা করে ষোল মণ
কড়ির বদলে গোয়ালীর গোস্বর্ণ ভাণ্ড দেন মদন
গোকুল মিত্রের ঘরে ঠাকুর লো পুজায় উপনীত হন
গোপাল সিংহের রাণী তখন রে কেঁদে ভরান দুনয়ন
আশল ঠাকুর রে খেমিত্র রে নকল ঠাকুররাজার দেন
শ্বেত মাৰ্জ্জার রূপ ধরি আসি গো রাজারেঘানায় স্বপন
কোলে নিয়ে আসল ঠাকুর রে ফিরে গেলেন রাজভবন
নারান বলে বিষ্ণুপুরে গো,হয় রাস দোলের উদ্‌যাপন

—০—

রাবনেরও ভাঙ্গবেভুল

রাবন বুঝল না মন
সূর্পণার কথায় করবে গো সীতা হরণ
মারিচ হল সোনার হরিন রে ধরে ভিখারীর ভেকদশানন
ঝোলা মালা তিলক ধারী লো করে কত প্রলোভন
নানা লীলা করে মৃগরে সীতা দেবীর ভোলায় মন
বলে ধর হরিণ প্রাণের ঠাকুর, থাক ঘরে দেবর লক্ষণ
এই শুনে রাম রঘু মনি লো ছুটে বেড়ায় নারাবন
বিকট সুরে ডাকল যেমনি আসাধরে প্রানের লক্ষণ
ভিক্ষণ ছলে দ্বারে এসে লো দাঁড়াইল দশানন
ধর্ম ভেবে সীতা দেবী রে, করিল গণ্ডীর লঙ্ঘণ।
অমনি ধরে সীতার চুলের মুঠি; করাল বথা রোদন
ভেবে পাগল চন্দ বলে রে সবংশে যাবে রাবন

—[•]—

রাবনের দর্পচুর্ণ

নিপাত যাবার তরে
ও লঙ্কেশ্বর ছেড়ে দাও আজ সীতারে
আনলে সীতা জলবে চিতা গো জলবে যুগ যুগান্তরে
সীতা লক্ষী স্বরূপিনা, জন্মে মানব আকারে
ত্রিভুবন বিজয়ী রাবন গো মরবে লো, অহংকারে
রাখ প্রভু সোনার লঙ্কা হে ছেড়ে দিয়ে সীতারে
ওরাবে যে ভাই বিভিশণ গো, লক্ষ পুত্র নাতিরে
রাখবেনা আর নর বানরে বংশেদিতে বাতিরে

—০—

ভাদু মায়ের পোষা টিয়া

ভাদু পুষল টিয়া

মা তোর পাখী নাম বলে জুড়ায় হিয়া

যেমন সুন্দর বনের পাখী গো, ডাকে রাধা কৃষ্ণ বলিয়া

দিবানিশি খেতে দেয় মা গো, দুধ আর ছোলা দিয়া

রাখল ভাদু সোনার খাঁচায় রে, পরম যতন করিয়া

সখ আছে মোর ভাদু মায়ের লো, রাখে মায়া ডোরে বান্ধিয়া

বনের পাখী শিখায় ডাকী গো, পদ্মহাত বুলাইয়া

নারন বলে পাখী ভাল রে, মানব জীবের করিয়া

নাম শিখালা বনের পাখী গো, দুধ আর ভাতা দিয়া

—০—

ভাদুর বিদায়

মনটা কেমন করে

বিদায় দিয়ে রইব মা কেমন করে

সারানিশি হাসিখুশী গো চোখের জলে যায় ভরে

আনলাম তোরে বছরধরে, দিবনা মা আর ছেড়ে

যাবনা ভুলি রূপ রাশি তোর লো, থাকব গো ত্রকলা ঘরে

জাবলে এমন ক্ষেপা বর তোর, আনতাম যে পারমান করে

বাসনা মাগো দুঃখ দিয়ে আর দুদিন রাখব তোরে

কেন্দে কেন্দে বাসনা মা আনব গো বছর পরে

অমানুষ

ভেবে দেখ শামর মন
পরের জুলে পর করিলে আপন জন
অমানুষে সঙ্গ দোষে লো, শেষেতে হারায় জীবন
দিলদারী তোর সনার সংসার রে, আছে যত ধন রতন
জুল দিয়ে রে নিবে কেড়ে ছাড়তে হবে মধুবন
অমানুষী লোকের হাতে লো, করে আত্মসমর্পন
তসর পোকার বন্দী হয়ে রে, আপনি মরে সুধী জন
নারান বলে কলিকালে গো, হল অমানুষী উত্থাপন
দেখিনা শুনিনা বন্ধু রে, এলোয় মারে পরের ধন।

লাভ ম্যারেজ

শুনে পায় গো হাসি
হাসি হাসি লাভ ম্যারেজ ভালবাসি
ট্রেণে বাসে আর সিনেমায় গো, শুকশারীরা নায় ভাসি
একপাল দেবীরা যে লো, কত হাসে অট্ট হাসি গো
লাজ লাগে ভাই দেখে শুনে রে মা, মোহন শুক বিলাসী
তারা গোপন ঘরে চায়না থাকতে গো, মদন প্রেমে উদাসী
ঐ রংয়ের বীজ ছড়ায় দেশে লো, যেথা সেথা নায় মিশি
কিন্তু না ভেবে ভাই করলো ম্যারেজ, ছাড়তে হবে মা মাসী
ভেবে নারানচন্দ্র বলে গো, ম্যারেজ হাসি খুসি।

—০—

কলির সাজগোজ

মস্তান সাজতে হলে
বাবা শিবে পদকটি ধর গলে
হারবেনা ভাই মস্তা নিতে পারবনা বন্ধুর বলে
সুন্দর হব যোদ্ধা হব গো, টিল চমক গলে দোলে
পাঞ্জাব বালা ধারণ করে পাঞ্জাবী হয়ে গেলে
আরো কিসে মস্তান হব লো, ও আদরী দে বলে
চুষ কাটিং পেন টেরি কটন গো নাকেতে চশমা ঝুলে
পেটকে ঠাণ্ডা করব দাদারে, দিনে দশবার চা ঢেলে
নারাণ বলে কেই ঠাকুর বাচাবে অন্নজলে

বোম্বে হতে ভাতুর নাগর আসছে
তাকা ফুল বাগানে
ভাদু লো, তোর বর আসে ডবল রাণে
বোম্বো হতে আসছে সোজা মানে না সে তুফানে
মাথায় আছে সোনার টোপর গো চাঁদ মুখে ভাই বেশ মানে
দেখলে ভাদু তোর নাগরে, চেয়ে রব পথ পানে
পূর্ণিমার চাঁদ মুখ শশী লো মুছা মা যতনে
তোর তরে মা এল ছুটে ,র, বিশ হাজার মাইল রানে
কুঞ্জ ঘরে কেন খুলে দে, শীতল হয় তাপিত প্রাণে

—[*]—

—ভাদু নিন্দা—

বলি সবার মাঝে
ঐ ভাদুটা খান্দা নাকে বেশ সাজে
ককা, কালা বিভোল ভোলারে, দেখে মরে যাই লাজে
হাসে যখন অট্ট হাসি লো, ভয় লাগে কুঞ্জ মাঝে
রূপ দেখিলে তিড়পে ছেলেরে, কাজ নাই আর ভাদু পূজে
এমন ভাদু-পূজিস না ভাই লো, দে ভাসিয়ে নদীর জলে

—০—

নিন্দা।

বুচা খানকা ছুড়ি
সুন্দরীরা ভাল ভাদু দে গড়ি
নইলে ধরব ঝাটা করবো গোটা লো, চলে যা আপন বাড়ী
কোন লাজে মুখ দেখাস এসে গো, ত্রিশ বছরের আইবুড়ী
করব ধোলাই পায়ের জুতায় গো, মানব না ছোড়াছুড়ি
তোরা হলি খকরা চালুন লো, বেড়াই বুলছু চাল করি।

—০—

পুজো আসছে

চাই

নতুন পোষাক পরিচ্ছদ —

কি—?

শুধু নতুন পোষাক হ'লে চলবে ??

না একবারে লেটেস্ট ফ্যাসানের পোষাক প্রয়োজন ??

তাহলে—?

....চলে আসুন সেনকো রেডিমেড ষ্টোরে....

সেনকো

২২ সুভাষ রোড় বাঁকুড়া